সংবাদ

তারিখ 16 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

•পাবনার সুজানগরে রামকান্তপুর ও ঘোড়াদহ গ্রামের সড়কবিহীন সেতু -সংবাদ

সুজানগরে ফাঁকা মাঠে সেতু বিলাস!

প্রতিনিধি, সুজানগর (পাবনা)

পাবনার সুজানগরের ঘোড়াদহ এবং রামকান্তপুর গ্রামের সীমান্তবর্তী এলাকায় কোন প্রকার রাস্তা ছাড়াই মাঠের মাঝে একটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তাবিহীন ওই ব্রিজটি এলাকাবাসীর কোন কাজেই আসছেনা। বরং রাস্তাবিহীন ওই ব্রিজের কারণে এলাকাবাসীর চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এবং সরকারের গচ্ছা দিতে হয়েছে দশ লক্ষাধিক টাকা।

সরেজমিনে গেলে এলাকাবাসী জানায়, মতিয়ার বিল সংলগ্ন রামকান্তপুর, মথুরাপুর, রাইশিমুল ও ঘোড়াদহ গ্রামবাসীর অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের কোন রাস্তা নেই। ফলে ওই চারটি গ্রামের হাজার হাজার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল মথুরাপুর থেকে রামকান্তপুর ভায়া ঘোড়াদহ গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণের পাশাপাশি মতিয়ার বিলের পানি প্রবাহের জন্য রাস্তার মাঝে একটি ব্রিজ নির্মাণ করা। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ২০০১ সালের শেষের দিকে সেখানে কোন প্রকার রাস্তা নির্মাণ না করেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে প্রায় ১০লাখ টাকা ব্যয়ে উক্ত ঘোড়াদহ ও রামকান্তপুর গ্রামের সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায় ১৫ফুট উঁচু একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। রাস্তাবিহীন অত্যন্ত উঁচু ওই ব্রিজ নির্মাণ করায় একদিকে সরকারের অর্থ অপচয় হয়েছে, অপর দিকে এলাকাবাসীকে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

রাস্তা না থাকায় সেতুর সুবিধা বঞ্চিত মানুষ

স্থানীয় ঘোড়াদহ জাহানারা কাঞ্চন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান জানান, ব্রিজটি নির্মাণের আগে রামকান্তপুর এবং রাইশিমুল গ্রামের শিক্ষার্থীরা মাঠের ভিতর দিয়ে সোজা পথে জাহানারা কাঞ্চন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় ও ঘোড়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতো। কিন্তু ব্রিজ নির্মাণের কারণে বিকল্প পথে যাতায়াত করায় শিক্ষার্থীদের চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। পাশাপাশি এলাকাবাসীকেউ ব্রিজটির কারণে একই ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষার মৌসুমে এই দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মনোয়ারুল ইসলাম জানান, ব্রিজ আমার কার্যকালে নির্মাণ করা হয়নি। সে কারণে এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। তবে ওই এলাকায় রাস্তাবিহীন একটি ব্রিজ রয়েছে সেটি আমি দেখেছি।